

শান্তমুখী আন্দামান হতে বলাহি

(এই লিখা মূলত: তাগুত বাহিনীর হাতে আটক শত শত মুজাহিদ ভাইদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনার খন্ডচিত্র। বাংলার এই মুসলিম জনপদে কালিমার পতাকাবাহীদের উপর এরূপ জঘন্য অত্যাচার অতি কল্পনা প্রবন মানুষও কল্পনা করতে পারবে না। সত্য জনপদে, মুসলিম জনপদে তাগুতের এই নির্যাতন ও জুলুম নিপিড়ন উপনিবেশিক শাসনের কালাপানির দ্বীপান্তরের কুখ্যাত আন্দামান দ্বীপের নির্যাতনকে, ইয়াহুদী-নাসারাদের তৈরি গুয়েস্তানামো বে কেও হার মানায়। আসলে এসব তাগুতী বাহিনীরা তো তাদের প্রভু ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দালাল, ওদের থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ওদেরকে খুশি করতে সব করতে প্রস্তুত। মুখোশধারী ও মুসলিম নামধারী এসব নরপশুগুলো তাওহীদের সৈনিকদের অব্যাহতভাবে যে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তা চোখে না দেখলে অথবা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। এখানে কতিপয় নির্যাতিত মুসলিমের জবানবন্দি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। এই মুজাহিদদের মুখ নিঃসৃত বর্ণনা ও প্রতিনিয়ত যা কিছু তারারা মোকাবিলা করছে তা স্বাক্ষ্য দেয়, বাংলার প্রতিটি কারাগার মুজাহিদদের জন্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নির্যাতন সেলে পরিনত হয়েছে।)

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আলোহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহ জন্য যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। যিনি ন্যায় (অন্যায় পার্থক্য করার জন্য দিয়েছেন যুরক্বান।) আমি আমারো প্রশংসা আপন করছি সেই আলোহর যিনি ইবরাহীম (আলাইহি ওয়া সালাম) কে হিদায়াত দিয়ে রক্ষা করেছিলেন মূর্তিপূজক মুশরিকদের অগ্নিবুড থেকে। যিনি মুসা (আলাইহি ওয়া সালাম) এবং বানী কিসরাইলকে মুক্তি দিয়েছিলেন দাস্তিক ও অত্যাচারী ফিরাউন এবং তার অনুসারীদের থেকে, হাওয়ারীনদের দ্বারা কিসা (আলাইহি ওয়া সালাম) এর হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন। যিনি আবু তালিবের গৃহায় রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম) ও মু'মিনদের সাহায্য করেছিলেন এবং যুগে যুগে যিনি অত্যাচারী কায়ির মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে মু'মিনদের বিজয় দিয়েছিলেন।

সলাত এবং সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম), আহলে বাইত, সাহাবীগন এবং ক্বিয়ামাত অবধি তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগনের প্রতি। দেয়া এবং মাগফিরাত কামনা করছি সেই সব মর্দে মু'মিনদের জন্য যাদের রক্তে সিক্ত এই জমীন। আমি স্বাক্ষর দিচ্ছি, পরাক্রমশালী আলোহ ব্যতীত কোন ইবাদত যোগ্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমার এ লিখা এমন কতিপয় ভগ্ন হৃদয় নির্যাতিত-নিপীড়িত ও আক্ষেপ সর্বস্ব মু'মিনের আওতনাদ, যাদের মধ্যে অনেকের সামান্যতম কষ্ট সহ্য করার শক্তিও এখন আর অবশিষ্ট নেই। এমনভাবে যে এসব বিপদগ্রস্ত বান্দা-তারা তাদের রবের নিকট মুক্তির আশা পোষন করে। আজ তারা নিকৃষ্ট মানসিকতা সম্পন্ন জালিমের হাতে বন্দি। তারা কল্পনাতে দুঃখ এবং দুর্দশায় পতিত। তাদের অধিকাংশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ও নির্যাতিত নিষ্পেষনে সমৃদ্ধ উর্চরমেল অতিক্রম করতে হয়েছে। তাদের সকল আশা-আকাংক্ষা আজ কায়াগারের নিকুর প্রাচীর বেস্তনীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে।

অনেক সময় এসব হৃদয়হীন অসত্য জালিমদের আচার ব্যবহার দেখে মুক্তির আশা ভুলেই গিয়েছিল। তবে আলোহর রহমত থেকে তারা নিরাশ হয়নি। এসব দুর্ভাগ্য হীন প্রকৃতির লোকগুলির নিত্যনতুন অত্যাচার উৎপীড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম, কিছু ভাই মানসিক ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে নি। সত্য সত্যই আজ তারা পরমুখাপেক্ষী, বিংকর্তব্যবিমূঢ়। জালিম ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দোসররা এমন হীন কাজ করতে ও বাস্তবী রাখে নাই যা তাদের বিবেকে বাধে। এমনবরত সহ্য করতে হচ্ছে নির্যাতিত, অপমান, মনুষ্যত্ব বিরোধী নিকুর আচরন। কেন এই উৎপীড়ন? কিই বা তাদের অপরাধ? একমাত্র অপরাধ তারা তাওহীদবাদী মুসলিম। এমনকি সমাজ ও স্বাক্ষর দেয় এরা ভাল মানুষ। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাদের গ্রেপ্তারের বিভীষিকাময় ইতিহাস অতিশূন্য। তাদেরই একজন তাদের অতিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন এভাবে-

পরন্তু বিবেকে যখন পীচতলা রাস্তা ধরে হাঁটিছিলাম তখন পাশ দিয়ে একটি কালো রংয়ের গাড়ি দ্রুতবেগে অতিক্রম করল। পরক্ষণে আমার মোড়ঘুরে আমার সামনে এসে ব্রেক করল। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখ বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করল। যখন চোখ খুলল তখন নিজেকে এক নোংরা জলাশয়ের পাশে দেখতে পেলাম। একজন লোক তড়িঘড়ি করে আমার নাকে মুখে ভিজা গামছা দিয়ে ঢেকে পানি ঢালতে শুরু করল। পাশ থেকে একজন বলল, 'গাড়িতে যা করলাম, তা প্রাথমিক আণ্ডায়ন তাতে তুই

মুখ খুলিসনি শালা। কুত্তার বাচ্চা এখন তোর বাপ বলবে। পিছন থেকে হাতবঁড়া পরানো হাতে তিন/চারজন লোক চেপে ধরল, কয়েকজন পায়ের উপর চাপ দিয়ে রাখল। চোখের সামনে মৃত্যু হাতছানি দিতে লাগল।

মনে পড়ল (আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রহি) আল্লাহ (আনহ) কে কুপের মধ্যে ঢুবিয়ে শাস্তি দেয়ার ঘটনা। কিছুক্ষণ পরপর প্রশ্রবানে জর্জরিত করতে লাগল। মনে হল এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখকর। আমার বেগতিব দেখে পায়ের একজন বলল, 'কুত্তার বাচ্চার জন্য গরম পানি দরকার'। এই বলে পানি ভালার সময় আরো বাড়িয়ে দিল, বুঝলাম মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শরীরে এত শক্তি বেশ্যা থেকে আমে আল্লাহ ভাল জ্ঞানেন। আমার শরীরের ঝাঝুনিতে তিন/চার জন লোক হাত ছেড়ে একে অপরের উপর পড়ে গেল। এভাবে চলল জীবন-মরন পরীক্ষা।

মুমূর্ষ অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে চলল জানা গন্তব্যে। যখন চোখ খুললাম ঘূর্তিঘূর্তি অন্ধকারে নিজেকে খুঁজে পেলাম। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর এপাশ-ওপাশ করতে ব্যথা হচ্ছিল। এ অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করছিলাম। এমন সময় বৈদ্যুতিক ঝড়ের ঝাঝালো আলোতে ঘুমের মাগ মিতে গেল। সাথে সাথে ক্রমের ভিতর কয়েকজন যুবক ভুবে তিনে তুলল। হাত-পা বেঁধে একটি কঠোর ফ্রেমের মধ্যে হাত ও পায়ের শর দিয়ে লাঠি ঢুবিয়ে কুলিয়ে দিল। মাথা নীচের দিকে কুলছে, পায়ের গোড়ালি ও নিতম্ব একসাথে মোটিমটি হয়ে নেগে আছে।

আগ্রাসী পদক্ষেপে বুকের শব্দতুলে অফিসার গোছের ২ জন লোক সাথে কয়েকজন সিপাহী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সবাই ইউনিফর্ম পরিহিত। বুঝতে কষ্ট হলনা এরাই হচ্ছে দেশের কুখ্যাত এলিটি ফোর্স (RAB)। অফিসার গোছের লোকটি বিকটি শব্দে চেচিয়ে উঠল। হ্যাঁ, পায়ের তলা ও নিতম্ব মোঘাভের পর মোঘাভে ঝুত-ঝুত হয়ে রক্ত ঝড়তে লাগল, হারামজাদা, এখনো সময় আছে স্বীকার কর, প্রাণ রক্ষা পাবে'। এভাবে কত সময় কটিল বলতে পারি না।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি, টাইলস করা মেঝেতে হালকা বেডের উপর শুয়ে আছি। সেই বর্দমাজ স্যাঁতস্যাঁতে কষ্ট নেই। কানে মৃদু আওয়াজ এল ধমকের সুরে কেউ বলছে তার সাথে এমন মোচরন করলে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। সাথেই সাথেই একজন অফিসার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। সে আমাকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করল, ভাবখানা এমন যে কেউ আমার সাথে অন্যায় করে যেনেছে। আমাকে বলল, 'তোমার কিছুই হবে না, তুমি শুধু আমাদের একটি সহযোগিতা কর। তুমি দেশের নাগরিক, তোমার উপর যে জুলুম করেছে তারও বিচারের ব্যবস্থা আছে। সন্ত্রাসীরা দেশ ও জাতির শত্রু, তবে না জেনে বুঝে যারা মগজ খোলাইয়ের মিশর ওদের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আমাদের।' আমাকে অন্যদ্র নিয়ে যাওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

আভিজাত্যের ছোয়ায় পরিপূর্ণ কষ্ট দেখে মনে হল বেশ অফিস। উন্নতমানের খাবার, বি সুন্দর ব্যবহার মনে হল পাঁচ তারকা হোটেলের হার মানাবে। এখন শরীর একটি সুস্থ লাগল। দুইজন যুবক এসে আমাকে অন্য একটি ক্রমে নিয়ে গেলে চেয়ারে বসে। সেই অফিসারটি সহাম্যে জানতে চাইল আমি কেমন আছি, শরীরের অবস্থা কেমন। সব শুনে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না তোমার বাবা মা সবাই ভাল আছে, আর একটি সুস্থ হও তখন বাড়ি যেও। তবে বাড়িতে না গিয়ে বিদেশে চলে গেলেই ভাল হবে। যাই হোক সন্ত্রাসীরা যাতে তোমার মা বাবার বেশ ঝুতি করতে না পারে সেজন্য তোমাদের স্বপরিবারে বিদেশে চলে যাওয়ার সব ব্যবস্থা

আমি করে এসেছি এই দেখে বিমানের ডিক্টি। পাসপোর্টের ঝামেলা বিশেষভাবে সামাধান করেছি। উর্ধ্বতন
অফিসারের নিবন্ট আমি তোমার ব্যাপারে সব বলে এসেছি। তাছাড়া নিরপরাধ ও অনুতপ্ত নাগরিকের
ব্যাপারে সবকরও আন্তরিক। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব বলতে পার।

রুমের যা অবস্থা চারদিকের হাড়গোর, কংকাল, ভয়ানক সব নির্যাতনের চিত্র ও উপকরনে সাজানো রয়েছে।
দূরের কোন স্থান থেকে আর্টচিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। সব দেখে ঝুনিবের সুখ নিমেষে হারিয়ে গেল।
'তুমি কি ভাবছ?' অফিসারটির শাপ্ত বক্টি। আমার নির্বিকার ভাব দেখে আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা
করল, 'তুমি যদি সত্য প্রকাশ করতে না চাও, অবশ্য সত্য প্রকাশ না করে পারবে না। তোমার ও তোমার
পরিবারের সুখ-দুঃখের বিষয়টি ভেবে দেখার দায়িত্ব তোমার। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ভবিষ্যত, সব বিষয়
আমরা ভেবে দেখব'।

আমি মোমোর মধ্যে বসে আছি এমন সময় কয়েকজন যুবককে নিয়ে আসা হল। সবার চেহারায় নির্যাতনের
ছাপ স্পষ্ট। দুয়েকজন ব্যতীত অন্যদের চিনতে পারলাম না। দুজন যুবক আমাকে সনাক্ত করল এবং তাদের
উত্তর শুনে অফিসারটি সন্তুষ্ট হল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল স্বীকারোক্তি দিয়ে রাজস্বাঙ্কী হাতে। অফিসারটি
বলল, 'দেখ তোমার ব্যাপারে আমরা সবাই জানি। তবুও আমি চাই তুমি তথ্য দিয়ে অনুতপ্ততা প্রকাশ
কর। আমাকে বড়গুলো ছবি দেখানো হল যা থেকে আমার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রমাণ হয়। সবচেয়ে খারাপ
লাগল যখন যুবকেরা আমার ব্যাপারে স্বাক্ষর দিল।

অফিসারটি বলল, 'ঠিক আছে তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, শুধু এই কগজে সই কর'। আমার না
বোধক উত্তরে অফিসারটি স্বমুখি ধারন করল। কয়েকজন সিপাহী আমাকে ধরে ফেলল, অন্য একটি চেয়ারে
বসিয়ে মোড়কে দিল। শুরু হল নির্যাতনের নতুন অধ্যায়। মাথা ঘুরতে লাগল, চেয়ারসহ আমি ঘুরছি, মনে
হচ্ছে কেউ আমাকে তেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অজ্ঞানপ্রায়। দশায় দশায় চলল নির্যাতন।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম অন্ধকারে আমি পরে আছি। একটু অনুভূতি জাগতেই আংকে উঠলাম, হাত
দিয়ে দেখি পরনে কাপড় নেই। আলো জ্বলতেই অন্য কেথাও সম্পূর্ণ উলংগ অবস্থায় স্যাতস্যাতে কঙ্কে
নিজেকে আবিষ্কার করলাম। অবস্থায় নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। দু'চোখ বেয়ে একোরে
অঙ্গুর করতে লাগল। এলিটি ফোর্সের (RAB) কয়েক সদস্য এগিয়ে এসে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলল।
লজ্জায়, অপমানে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

আবারও প্রমের পর প্রম। হাতে পায়ে ইলেকট্রিক শব্দ দেয়া শুরু করল। একজন শয়তান এসে মেটাল
ডিটেক্টরের মত একটি যন্ত্র দ্বারা লজ্জাস্থানে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিতে লাগল। মনে মনে আল্লাহকে স্মরন
করছি। হায়রে দুনিয়া। এটা না কি মুসলিমদের দেশ। ইচ্ছা করে গেছন থেকে লাথি দিয়ে মোকেতে ফেল দিল।
আবারও শব্দ দিতে লাগল, হাত পায়ের আঙুল অবশ্য হয়ে গেল, কালো রং ধারন করল। দুজন লোক
ক্রমাগত আমাকে লাথি মারেতে লাগল। শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্ত করতে শুরু করল। ঝুখা-ডুম্বায় শরীর
কাঁপছে, পানি চাইলে পানি দিচ্ছি বলে গায়ের উপর প্রহার করে দিল।

এই মধ্যে একজন যুবককে নিয়ে আসল। ছেনেটি শুধুই কাঁদছে। ওরা চলে গেলে তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা

করলাম। কপালার জন্য কথা বলতে পারছে না। আমি তাই স্বান্তনা দিতে চাইলে সে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে এখন আর স্বান্তনা দিয়ে কি লাভ।' সে জানায় তার তাইকে বাড়িতে না পেয়ে তাইকে সামান্য পোষাকের কিছু লোকেয়া ধরে নিয়ে আসে। নির্যাতন করতে করতে বড় তাই কেঁদায় তা জানতে চায়। না বললে কিছুক্ষণ পর মা-বাবা ও বোনকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের সামনে আমাকে এবং আমার সামনে তাদেরকে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে পরিবারের একজন আমার কাছে এ ব্যাপারে তথ্য রয়েছে বলে জানায়।

আমি বলতে না চাইলে তারা আমার পোষাক খুলে নেয়। একজন লাঠি দিয়ে বাবাকে আমার উপর ফেলে দিয়ে বলাৎকার করতে বলে। নাহলে, মা বোনদের আমাদের সামনে শীলতাহারীর হুমকি দেয়। বাবার কপড়-চোপড় আমার চোখের সামনে খুলে নেয়। আমি জানিনা দুনিয়াতে এর চাইতে কঠিন ও ঘৃণিত পরিস্থিতির কোনো সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিনা? আমি আর সহ্য করতে পারিনি যখন বাবা মোঘাভের পর মোঘাভে ভর্জিত হয়ে আমার সামনে অসহায়ের মত আসলেন। আমি চিংকার দিয়ে বললাম, 'আমি সব জানি, সব বলব, শুধু আমার মা বোনদেরকে যেতে দাও।' একজন সামনে এসে সব রেকর্ড করে নির্দিষ্ট জায়গায় মেমেজ পাঠালো। তাদেরকে যেতে দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

চোখ দুটো ক্লান্তিতে বুজে আসছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারি নি। হঠাৎ যে যেন মুখে বুট দিয়ে লাঠি মারল, সাথে সাথে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে দিয়ে কুলিয়ে দিল। হাতে বৈদ্যুতিক শব্দ দিতে আরম্ভ করল। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে পানি খেতে চাইলাম। অফিসারের অনুমতি নিয়ে পানি দেয়া হল।

এখন আমি অন্য কথাও আছি বলে মনে হল। পাশে বেশ সুঠাম দেহের দুজন তরুন পরে আছে, হাত দিয়ে সতর তাবলার চেষ্টা করছে। কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। আমরা যাতে না ঘুমাতে পারি সেজন্য কুলিয়ে রাখল হাতবুড়া পড়িয়ে। সবার পা শব্দ করে পেছনে আলোদা আলোদা দুটো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর এ অবস্থায় ঘুম আসতে চাইলে শব্দ দিতে আরম্ভ করল। রাত-দিন এভাবে (রাত-দিন কুখিনি অনুমান করে হিমাব করতাম) চলতে থাকলে মানসিক ভারসাম্য হারানোর উপক্রম হল।

এবার আমাকে একটা ছোট রুম দাড় করিয়ে রাখল। একসুতা নড়াচড়া বা কমান সুযোগ নেই। মনে হল এর চেয়ে কুলন্ত অবস্থায়ই ভাল ছিল। এ অবস্থায় কিছু সুকনা রুটি খেতে দিল। খেতে পারছি না দেখে পানি এনে দিল। পানি ও রুটি খেতে কষ্ট হল না। এখন আর ঘুম ধরে রাখতে পারছি না। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম মাত্র মাথার উপর বিকট শব্দ করে ধারালো এবং তীক্ষ্ণ সুচাগ্র মাথা বিমিষ্ট লোহার খাম নীচের দিকে মোস্ত্র মোস্ত্র নামতে দেখলাম। ভয়ে মোর্চাচিংকারে খামটি থেমে গেল। মনে মনে স্থির করলাম এ অবস্থা থেকে মৃত্যুই প্রেয়। আমার ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। সাথে সাথে আমার বিকট শব্দ। এবার আমি চুপ থেকে শেষ দেখার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু খামটি যতই নীচে আসছে শরীরের রক্ত ততই লাগতে শুরু করল।

আমি আর পারছি না, ঘুমাতে দিচ্ছে না, জেগে থাকতেও সম্ভব হচ্ছে না। আর কত নিঃশ্বাস থাকতে হবে। বুকের শব্দ শূনে সামনে তাবলই দেখি কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসার। আমাকে সত্য বলতে এবং তাদের সাহায্য

করতে বলল। আমি অসম্মত হলে আরো ভয়াবহ পরিনতির কথা জানালো। আমি আর চোখের পাতা ধরে রাখতে পারলাম না। সাথে সাথে চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়ল। চোখ বন্ধ করেও লাভ হল না, আলোর তীব্রতা মাথা ভেদ করবে বলে মনে হচ্ছিল। ছোট্ট পাইপ সদৃশ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা যেতে রক্ত করবে বলে মনে হচ্ছিল। আর পারলাম না, সব বলতে রাজী বলে জানানাম তবে আগে ঘুমাতে চাই। সেই স্থান থেকে নামাতেই ফ্লোরে পরে গেলাম।

ঘুম থেকে জেগে দেখি আমি পোষাক পরিহিত। আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে আজকের গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ড চাইল। তা মঞ্জুর করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে আমি কিছু জানি না বলে জানলাম। নির্যাতনের নব সূচনা উন্মোচিত হল। পুলিশের লোকজন আমাকে একটি চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিল। তিন/চার ফুট নীচে পাইপ সদৃশ চৌবাচ্চার তলায় পা ঠেকল। সাথে সাথে বিষধর সাপের চেয়েও বিষাক্ত কিছু দংশন করতে লাগল। বুঝতে পারলাম শিংমাছ কণ্ঠী ফুটছে। আতঁচিংকরের সাথে সাথে জ্ঞান হারালাম। পায়ের ক্ষত প্রখনো আগের মতই।

চোখ বেঁধে অজানার উদ্দেশ্য নিয়ে চলল, যখন খামল নিঝুম রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার উপরে লজ্জা নিবারণের মত কোন কপার নেই। হঠাৎ আলো জ্বলতেই ইউনিফর্ম পরিহিত একজন মহিলা অফিসার সাথে কয়েকজন তরুণী সিপাহী নিয়ে প্রবেশ করল। স্পর্শকণ্ঠর আগে খুঁচিয়ে চাক্তা বিদ্রূপ করতে লাগল। আলোহর কণ্ঠ এই ফিতনা থেকে মনে প্রানে আমায় চাইলাম। অফিসার চলে গেলে মেয়েগুলো উত্ত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। আলোহর কণ্ঠে স্বকণ্ঠে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই অশীল ফিতনা থেকে মু'মিনদের রক্ষা করুন। তাবতে অবাধ লাগে অফিসারদের নির্দেশের কণ্ঠে এরা নিজেদের ইজ্জত বিকিয়ে দিচ্ছে। ৪ জন কখনো ৬ জন নিজেদের আরু সম্পূর্ণ উন্মোক্ত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্ত্যক্ত করে চলল।

প্রপ্ণাবের রাস্তায় নল ঢুকিয়ে, বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়ে, প্রপ্ণাব না করতে বাধ্য করে, শরীরের অনুভূতির স্থানে বিপদজনক স্পর্শ দিয়ে ধ্বংসাত্মক আবেদন তীব্র করতে মানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রাখল। ঠাণ্ডার প্রকোপ নেই মনে হচ্ছে এখন, মোস্তা মোস্তা কঙ্ক গরম হচ্ছে। তবে উত্তেজক গান বাজনা অব্যাহত রইল। একজন তরুণী একাধী অবস্থান করছে। আমি তার বেইমে নাম দেখে আগেই নিশ্চিত হলাম সে মুসলিম ঘরের সন্তান। নাসীখা মূলক কিছু মর্মস্পর্শী কথা বলে তার বিবেক জাগ্রত করতে চেষ্টা করলাম। আলোহর ইচ্ছায় ঝনিবের জন্য হলেও তার বিবেক জাগ্রত হল। প্রশ্ন করায় সে জানাল, 'কোন যুবক/পুরুষ আমাদের দেখে উপেক্ষা করা তো দূরের কথা, আমাদের কণ্ঠে পেতে তারা জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জন্যই আপনাদের পুরুষদের উত্ত্যক্ত করতে নারীদের এবং নারীদের উত্ত্যক্ত করতে পুরুষদের ব্যবহার করা হয়'।

পরবর্তীতে জানতে পারলাম তাইদের সম্মুখে আমাদের সম্মানিত মা বোনদের অশীল হয়রানী করা হয়, যা দেখে কোন সন্তান, তাই, বাবা স্থির থাকতে পারে না। ঘৃণিত পন্থায় তথ্য উৎখাত করতে এদের বিবেক বাধে না। হে আলোহ! আমাদের অসহায়ত্ব তোমার কণ্ঠে নিবেদন করছি। নিশ্চয়ই তুমি মাজলুমের দেয়া করুল করে থাক। রাগে দুঃখে পাগল প্রায় হয়ে গেলাম। তাদের কথায় রাজি না হলে মেয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। শরীর আর ফুলের আঘাতও সহিতে অক্ষম। কপার-চোপড় হীন এভাবে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

চোখ বেঁধে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। বুঝলাম বেশী দূরে নেয়নি। চোখ খুলে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই মুসলিম জনপদে মানুষ মানুষের সাথে এত নিবৃষ্টি ও জঘন্য আচরন করেছে যা অতিকল্পন-প্রবন মানুষও ভাবতে পারবে না। এখন আর আমি নিজের জন্য ভাবছি না। তাইদের করুন অবস্থা দেখে বিশেষত সম্মানিত তাইদের অবস্থা জেনে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। সারা শরীর কাঁপছে, বাবুর্জি হয়ে আসছে। প্রত্যক্ষ করলাম মুজাহিদের জন্য কেন এত সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে। একজন মুরাবিত, মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহীমাহল্লাহ) চিহ্নই তার বক্ষু হারামাইনে ইবাদাতকারী মুদাইল ইবনে আইয়াদ কে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি যখন পবিত্র হারামাইনে অশ্রু ঝরাও, আমরা তখন কাবার রবের দ্বীন কায়েম করতে রক্ত ঝরাই।'

সবাই বিবস্ত্র পড়ে আছি জালিমের জিন্দাখানায়, এরা এর নাম দিয়েছে ইন্তিরোগেশন মেল। এই হল জিজামাবাদের স্বরূপ। ঝুপা, ডুপা, ঘুম তুপরি শারিরীক-মানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ এই মুজাহিদিন তাইয়েরা। কাউকে আবার গ্রেপ্তারের পর বাবুর্জি তেলে হাত, দাড়ি, শরীর পুড়িয়ে দিয়েছে। অস্ত্র চৈকিয়ে গুলি করে পা গুড়িয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার নামে সামান্য আহত তাই-বোনদের হাত-পা বেঁটে পঙ্গু করেছে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি আমরন কাভারের জোতা অংশ দিয়ে তিন তিন নাবীর সুন্য দাড়িকে উপরে ফেলা হয়েছে, আমি নিজেও এর ভুক্তভোগী, অঘাচ দাড়ি রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

সস্তাহের পর সস্তাহ কুলিয়ে রেখেছে। নখ উপরে ফেলেছে। বিবস্ত্র করে শরীরের আবর্জনীয় এবং স্পর্শবাহিতর ও অতি স্পর্শবাহিতর স্থানগুলোতে মোমবতির উত্তপ্ত ফোঁতি ফেলে ধীরে ধীরে অর্ধমিদ্ধ করা হয়েছে। দুটো মই উপরে নীচে রেখে পাশে ফেলা হয়েছে। অনেক তাইকে ছোট একটি রুমে লোহার একটি চেয়ারে বসিয়ে হাত, পা ও শরীর বেঁধে ফেলে, হাই ভোল্টেজের বাল্ব মাথার উপরে ও চারদিকে এমন নিবৃষ্টি রাখে মনে হয় সেখানে সহজেই পানি ফুটবে। আমামীদের একটি লোহার পাত্রে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে প্রস্রাব করতে বাধ্য করা হয়। এতে পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আমার উপদ্রুম হয় এবং কখনো রক্ত বেরিয়ে আসে। হাতে তারকাতি মেরে গাছে অথবা ঝুঁটিতে কুলিয়ে রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, হাত পায়ের আগুনে সুই ঢুকানো হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় বৈদ্যুতিক শক দিয়ে প্রায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। যেসব তাইদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাদের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বেঁটে ফেলা হয় অথবা নষ্ট করা হয়। এমনকি হাতের কাজি বেঁটে, পা নষ্ট করে পঙ্গু করে ফেলে যাতে বাহিরে গেলে আর কাজ করতে না পারে। সুতি কাপড় বা তোয়ালে তরল পদার্থে (মদ, বিয়ার, কোমল পানীয়) অথবা পানিতে ভিজিয়ে তা দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মুড়িয়ে/বেঁধে তারপর পানি ঢালা হয়, এত শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এটা অত্যন্ত কঠিন। নির্যাতন নিপীড়নের সবগুলো কথা লিখতে পারলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারত মঠিক ইতিহাস। কোথায় এদের মানবতা? কোথায় এদের প্রতিশ্রুতি? কোথায় এদের মানবাধিকারের শোগান, ফাফা কুলি? আমরা জাতির সন্তানদের বলব এদের ধোঁকা পড়বেন না, ভীত হবেন না। অগ্রসর হউন দুর্বার গতিতে, মু'মিনদের বিজয় সুনিশ্চিত।

যাইহোক, তাইদের করুন অবস্থা দেখে বুঝলাম নতুন কোন যদি এতেই মানুষ নামের এই জানোয়ারগুলো। আমাদের গতিবিধি মনিটরিং করা হচ্ছিল। আবেগ তড়িত হয়ে কিছু করলে তার সুদ্র ধরে আবার জেরা। তবুও একজন তাই কুর্কি নিয়ে ইংগিতে জানানলেন তাদের দেওয়া পানি না খেতে বা কষ্ট খেতে। শরন পানিতে

হাই পাওয়ারের ঘূমের ঔষধ মেসানো আছে। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল কেন শূন্য রুটির সাথে পানি দিয়েছিল। পানি খাওয়ার পর কেনইবা ঘুম বেড়ে যেত ছিল।

চিত্তার রেশ না বণ্ডিতেই নারী-পুরুষ ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন অফিসার ও সিপাহীর বুকের শব্দে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। বণ্ডাজ বলম দিয়ে সেই করতে বলা হল। আমি বললাম তাইদের নামে আনিত অভিযোগ সব মিথ্যা। আমি মিথ্যার স্বাক্ষরী হব না। নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হল। অনুগত তাইদের দিয়ে সম্মানিত তাইদের প্রহার করানো হল। যাদের সামনে গেলে ঘিনের ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ হতাম, যাদের সেবা করারও সুযোগ পেত না সবাই। সেই তাইদের আজ অপমানিত করার জন্য সবাইকে একসাথে এভাবে 'অমানবিক' অবস্থায় রেখেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এমন পরীক্ষায় পড়তে যাচ্ছি, যা পূর্বের কোন পরীক্ষার সাথে তুলনা করাই যায় না।

সুঠাম সুদর্শন তাইদের উপর পাশবিক অত্যাচারের হুমকি দিয়ে তাদেরকে মোক্কাতে ফেলে দিয়ে কয়েকজন হয়েনা হাত বেঁধে বুতি দিয়ে পা চেপে ধরল। কোঁধে শরীর কাঁপছে কিন্তু কেহই বন্ধন মুক্ত নয়। কি করব? কিংবর্তব্যবিমূঢ়। শুরু হল আমার অধ্যায়। হুমকি, প্রহার, বৈদ্যুতিক শব্দ বণ্ডাজ হল না দেখে নিবৃষ্টি এক সময়তান মুদ্রন অযোগ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলল, 'তুই স্বাক্ষরী দিতে হবে না তোর বাবাকে বলংকর কর। তা না হলে কারো রেহাই নেই'। এই বলে তাইয়ের উপর চেপে ধরল। আলাহ আমার বলে উচ্চস্বরে হংকর দিয়ে গাড়িয়ে পড়লাম বললাম, 'আমি সেই করব, তবে তাইদের আগে কাপের পড়তে দিন'।

আমাকে চোখ বেঁধে অন্যদ্র নিয়ে চলল, জানি না তাদের ভাগ্য কি হল। সেখানের পরিবেশ দেখে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করলাম। বলল, 'কি কি বলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সহযোগীতা করতে পারবে বল, তোমার কোন ভয় নেই'। আমি নিরব দেখে আমারও প্রলোভন দিল। একজন নরপশু এসে আমার গলায় কাপড়ের তৈরী ভিজা প্যাড শক্ত করে গলায় পেঁচিয়ে দিল। যখন নিশ্চিত হল আমি তাদের ধোঁকা দিয়েছি, সাথে সাথে কাপড়ের ভিজা প্যাডে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া হল। বাবরুজ্জ, মুমুর্ষ এবং জীকন্তু এবং লাশ।।। " হে আলাহ তুমি আমাকে যে সাহায্য করবে তার আমি কাঙ্ক্ষাল। আমার অসহায়ত্ব আমি তোমার কাছেই নিবেদন করছি। আমাকে এবং মু'মিন তাইদেরকে তুমি ক্ষমা কর। মহা যিতনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তাইদের জন্য তুমি উত্তম ব্যবস্থা কর। হে আলাহ। আমার পরিবার পরিজনদের আমি তোমার কাছে মোপর্দ করলাম। জালিমের হাতকে তুমি সংযত কর। তাদের মধ্যে তুমি অর্নৈক্য তৈরী করে দাও, এদেরকে তুমি ধ্বংস কর।

রক্তাক্ত এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হল। ইমারায় জানালাম আমি স্বীকারোক্তি দিতে অসক্ষম, অপারগ। বেশ থেকে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট লাগি দিয়ে ফেলে দিলে মুখে রক্ত জমে যায়। অবস্থার অবনতির আশংকায় আমাকে কাপাগারে প্রেরণ করে। মৃতপ্রায় শরীর নিয়ে আমাকে অনেক পুরোনো নোংরা দু'টি কব্বলে শুতে দিল। কাপাগারের হাসপাতালের বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত করে এককলী এক কমে আমাকে থাকতে দিল। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর আলাহর অশেষ রহমতে শরীর সুস্থ হতে লাগল। কাপাগারে গুলিবিদ্ধ তাইদের বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের দুঃখকে তুচ্ছ মনে হল। এখানে

আমাদের ভাইদের আমামীদের জন্য যে সাধারণ মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা সার্বজনিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

অনেক বিশেষ ভাইদেরকে দুর্ভিক্ষ আমামীদের পাশে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের নিবৃষ্টি পাশরিব যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচতে কোমলমতি ভাইদের রাতের পর রাত নিদ্রুত বগতিতে হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বত ভাই যে প্রশাসনের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয়েছে তার হিসাব নেই। জলাওভাবে ভাইদের বেধে হাটু, পায়ের তলা, নিতম্ব ইত্যাদি জায়গায় আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে বিভিন্ন বগরাগারে চালান দেয়া হয়েছে বিদ্রোহী বলে। যাতে সেখানে আবারো চোখ বেঁধে নির্যাতন করা হয়। তথাকথিত আইনি সহায়তা, ডিনাই প্রিটিশন করতে দেয়া হয়নি। দেখা স্বাক্ষর মৌলিক অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয় জেলে প্রবেশের পরে প্রথম দিকে দীর্ঘদিন। এমন অনেক জেল যেখানে ঈদের সময়ও দেখা করতে দেয় না। বাবা-মায়ের দেয়া তীষণ পয়সা অনেক সময় বগরা কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করে। শালীনতা বহির্ভূতভাবে প্রায়ই তল্যাশীর নামে হয়রানি করা হয়। ধুমপায়ী, মাদকাসক্ত, নিবৃষ্টি আমামীদের সাথে থাকতে বাধ্য করা হয়। দিনরাত পায়ে ডাঙা বেরী পড়িয়ে রাখে। যাকার মত অসুস্থ ভাইদেরও বেনরুপ চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে না। শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনে অনেক ভাই পঙ্গুপ্রায় এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ভাইকে হার্ট এটাক বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

দিনরাত সামরিক নজরদারীর মত নিয়ন্ত্রিত বিধি অনুসরণ করতে হয়। লেখা পড়ার মৌলিক অধিকারও ছিনিয়ে নিচ্ছে। একটি কলম পাওয়া গেলে একশ লাঠির আঘাত করতে নির্দেশ দেয়। সামান্য ছুটা ধরে বগলো জম টুপি পড়িয়ে রাখা হয়, চোখ বেঁধে আমামীদের সামনে ঘোরানো হয় এবং হ্যাণ্ডবন্ড পড়িয়ে উচু গাছের সাথে কুলিয়ে রাখা হয়। বিনা অপরাধে বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের আদালতেও পাঠানো হয় না, সার্বজনিক নিবৃষ্টি আচরন অব্যাহত থাকে। অন্য আমামীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ঝেপিয়ে তোলা হয়। বিরোধ মারাত্মক অবস্থার ধারণ করলে প্রশাসন তখন তাদের পঙ্কালঙ্ঘন করে উল্টো ভাইদের শাস্তি দেয়। দু'একজন ইসলামিক মাইন্ডের জেল সুপার যদি ভাল আচরন করে তবে তাদের বিভাগীয় পর্যায়ে মোকজ করা হয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অবশ্য তারা ভাইদের আত্মলাকে মুক্ত হয়েই ভাল ব্যবহার করে।

বিবেক সম্পন্ন মানুষ নির্যাতন সহ্য করতে হলেও সম্মান হারাতে চায় না। আর আমার সম্মানিত ভাইদের বছরের পর বছর অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই তাদের নিত্যসঙ্গী। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, তুমিই সাহায্যকারী। তুমিই শিশু মুমার প্রতিপালক। তুমিই সেই সাহায্যকারী, পথ প্রদর্শক যিনি অসহায় বগহাদের যুবকদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেছিলে। তুমিই আজিজুল হকিম, আর আমরা তোমার পথে মাজলুম। হে আল্লাহ! হে উত্তম ব্যবস্থাপক! আমাদের ঈমা বর, তোমার পথে যারা অগ্রণী তাদের সঙ্গী কর। ঈমানের পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি কর।

হে মুসলিম ভাইয়েরা যারা জেলের বাহিরে আছেন, আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহর আদেশ পালনে ব্রতী হউন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে ও আপনারা আল্লাহর পথে জিহাদে অটল আছেন, যা দেখে আমরা অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করি। আমরা জানি এই জমীনে আমরা

শুধু এক মাজলুম নই এই কথোলা অনেক ভারী। আমরা চাই বন্দী মুসলিম মুসলিমাদের জন্য আপনাদের দোয়া এবং ভালবাসা। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, মুশরিক-কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক তাদুতদের অশ্রুচুসিরা যারা আজ নিপিড়িত তাদের জন্য আপনাদের কিছু করা সম্ভব কিনা? এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে আপনারা কোন কিছু করতে আদিষ্ট কিনা? আপনারা স্মরন করুন আল্লাহর নির্দেশ,

“আর তোমাদের কি হল? তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং মেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলেঃ হে আমাদের রব। এলাকা থেকে আমাদের কে বের করে নাও, এখানকার বাসিন্দারা বড়ই জালিম। আর তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারন করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।” (সূরা নিসা, ৪:৭৫)

মহান আল্লাহই আমাদের এই অমানুষিক নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ সুগম করবেন। তিনিই এই অপর্যায় বেদনাময় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। যে সমস্ত জঘন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ও অশ্রু অবেহেলায় আমরা ছুটিয়াই বসেছি তিনিই আমাদের সেই ব্যাধির কবল থেকে আরোগ্য দান করবেন। যারা আমাদেরকে অন্যায়াভাবে এখানে বন্দী করে রেখেছে, তাদের হাত তিনি মিথিল করে দিবেন। আমাদের ক্রন্দন, আমাদের অসহায়ত্ব তাঁরই কাছে নিবেদন করছি। হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! আমাদের রব! আমাদের এই জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী, ওয়ালী প্রেরন কর। তুমিইতো অকম মাজলুমের পক্ষে উদ্ধৃত জালিমের উপর প্রতিশোধ গ্রহনকর। সবশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সলাত এবং সালাম নাবী মুহাম্মাদ, মোহলে বাইত ও সাহাবায়ে আজমাঈনের প্রতি।